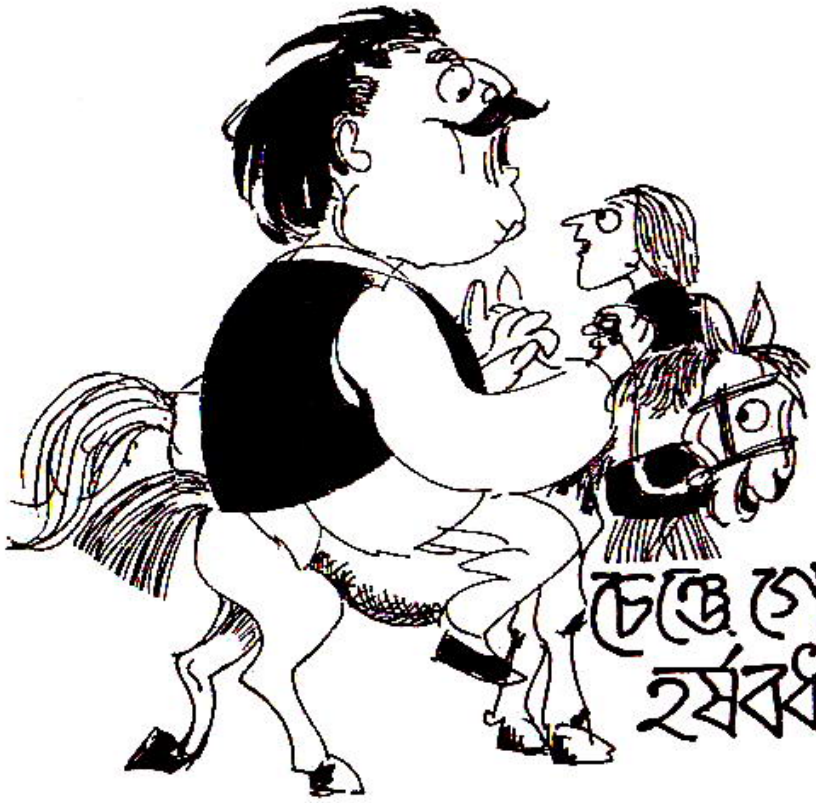

চেঙ্গে গেলেন হর্ষবর্ধন

দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর শখ হলো দুই ভায়ের। দু-জনে দুটো ঘোড়া কিনে ফেললেন।

'ঘোড়ায় চড়া একটা ভাল একসাইজ, জানো দাদা?' বলল গোবরা।

'তা আর জানিনে, তবে ঘোড়া দুটো এক সাইজের হয়ে গেল, এই যা মুশকিল।'

'একসাইজের জন্যে কেনা ঘোড়া—এক সাইজের হবে না? কী বলছো তুমি?'

'ওরে, সে একসাইজের কথা বলছি না, যার মানে কিনা ব্যায়াম! আমি বলছি এক সাইজের—মানে এক রকম চেহারার। এক রকম লম্বা চওড়া, আড়ে বহরে—পায় মাথায় অবিকল একই রকম। সেই কথাই বলছি আমি।'

'তাই বলো।' হাঁফ ছাড়ে গোবরা।

'সবকিছুরই তর-তম থাকা দরকার ভাই, নইলে তারতম্য বুঝবো কিসে? যেমন, মহৎ মহত্তর মহত্তম, উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম···'

'যথা?' উদাহরণস্বরূপ প্রমাণ পেতে উদ্‌গ্রীব গোবর্ধন।

'যেমন ধর্, তুই হলি উচ্চ—লম্বায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। আমি আবার তোর চেয়ে ঢ্যাঙা—আমি হলাম উচ্চতর। আবার ঐ হিমালয় আমার চেয়েও সমুচ্চ—একেবারে উচ্চতম।'

'বুঝলাম।'

'ঘোড়া দুটোর কোন তর-তম নেই মোটেই। তোর ঘোড়ার থেকে কি করে যে আমারটাকে আলাদা করা যাবে, ভাবছি তাই। যে ঘোড়া তোর পলকা শরীর বইবে, আমি যদি ভুল করে তার পিঠে কখনো চাপি তো অনভ্যাসের দরুণ সে হয়তো বসেই পড়বে তক্ষুনি—তারপরে হয়তো আর নাও উঠতে পারে! আমার ভার বইতে গিয়ে হয়তো বা ভবলীলা সাঙ্গ হবে বেচারার।'

'তাহলে তো ভারি ভাবনার কথা।' ভাবিত হয়ে পড়ে ভাই।—'তোমার চাপনে আমার ঘোড়া মারা না পড়ুক, খোঁড়া হয়ে যেতে পারে তো! আর খোঁড়া পা খালি খানায় পড়ে। খানায় পড়ে কানা হয়ে যাবে হয়তো আমার ঘোড়াটা।'

'যাবেই তো। তার আমি কি করবো?' দাদা কোন সান্ত্বনার বাক্য শোনাতে পারেন না—'গোড়াতেই গলদ হয়ে গেছে, এখন ঘোড়ায় গলদ হবে সেটা আর বেশি কথা কি?'

'একটা কাজ করা যাক, আমার ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দি, কেমন?' একটা উপায় বার করে গোবরা ঃ 'তাহলে তো তুমি টের পাবে। তখন চিনতে পারবে সহজেই।'

গোবরা কাঁচি এনে ঘোড়াটার লেজ ছেঁটে দিল আধখানা—'তুমি তর-তম চাইছিলে দাদা, কেমন এইবার তার উত্তর পেলে তো?'

'তোর লেজটাকে তুই কাঁচিয়ে দিলি, আমার লেজটাকে তাহলে আমি পাকিয়ে দিই।' বলে তিনি নিজের ঘোড়ার লেজটা পাকিয়ে তাতে একটা গিঁট বেঁধে দিলেন ভাল করে—'তোর যদি উত্তর হয়ে থাকে তবে আমারটা হলো উত্তম।'

উভয়ের লেজের প্রশংসায় দু-ভাই-ই পঞ্চমুখ।

দু-ভাই ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খাচ্ছিলেন বেশ, এমন সময়ে হলো কি, এক কাঁটাতারের বেড়ায় লেগে দাদার ঘোড়াটার আধখানা লেজ ছিঁড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

'দেখ, কী হলো আমার দশা', দাদা দেখালেন ভাইকে—'লেজের দিক দিয়ে আর আলাদা করবার কোন উপায় রইল না! দেখ, দেখেছিস?'

'দেখছি তো।' বলল গোবরা—'আমার ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশরগুলো ছেঁটে দিই তাহলে। তাছাড়া আর কি উপায়?'

ঘাড় ছাঁটাই হবার পর ঘোড়াটার চেহারা খোলতাই হলো খুব। একেবারে আধুনিক।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হর্ষবর্ধন বললেন—'তোর ঘোড়াটা তো ভারি ভদ্র দেখছি! তুই ওর লেজা মুড়ো দু-দিকই মুড়িয়ে দিলি তবুও একটা কথা কইছে না। নেহাত গাধাও বলা যায়।'

'গাধা বলে গাল দিয়ো না আমার ঘোড়াকে, বলে দিচ্ছি।' দাদার কথার প্রতিবাদ করে গোবরা ঃ 'পাছে তোমার চাপনে আমার অশ্ব খতম হয়ে যায়, তাই ওকে অশ্বতর করে দিলুম।'

'বেশ করেছিস। তোর অশ্বতরের খুরে খুরে দণ্ডবৎ!' মাথায় হাত ছোঁয়ান দাদা।

তারপর আর একদিন আর এক দুর্ঘটনা।

দুইভাই পাশাপাশি চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হর্ষবর্ধন আরাম করে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে চলেছেন, নাক সিঁটকাল গোবরা—'ইস্, তোমার চুরুটটা কী বড় দাদা, ভ্যারি বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ছে।'

'হুম্। গন্ধটা আমিও পাচ্ছি তখন থেকে। কড়ায়-গণ্ডায় দাম নিয়েছে বলে কি চুরুটটাও এতো কড়া দিতে হয়!' দোকানদারের উদ্দেশ্যে তিনি নাক খাড়া করেন।

নাক সিঁটকোতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ে ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপরে! ওমা, একি, কখন চুরুটের ফুলকিতে আগুন লেগে ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরগুলো পুড়তে শুরু করেছে। গর্দান প্রায় ফাঁক!

'যাক্, আগুন লেগে আমার ঘোড়ার ঘাড়টাও ফাঁকা হয়ে গেল! তোর মতই হয়ে গেল, দেখছি। এরপর আর দুটোকে আলাদা করে চেনার উপায় রইল না।'

'তাহলে উপায়?

'উপায় আর কি! আমি যদি ভুল করে তোর ঘোড়াটায় চেপে বসি আর আমার চাপে ওটা পদচ্যুত হয় তাহলে আমাকে দোষ দিতে পাবিনে কিন্তু।'

'বিপদ বাধালে দেখছি।' ঘোড়ার বিপদ নিজের বিপদ বলেই জ্ঞান হয় গোবরার।

কী করবে এখন? ভেবে পায় না সে। তার নিজের ঘোড়াটার এক কান কেটে, তার দাদার—না, দাদা নয়, দাদার ঘোড়াটার দুটো কানই ছেটে দেবে নাকি? কিন্তু ঘোড়ারা ওদের কথায় কান না দিয়ে যদি চার-পা তুলে ছুট লাগায়? তাহলে?

অনেক ভেবে ভেবে তার মাথা থেকে একটা উপায় বার হয়—'আচ্ছা দাদা, তোমার ঘোড়াটা সাদা রঙের, দেখছো তো?'

'তা তো দেখছি।'

'আর আমারটা হচ্ছে মেটে রঙের। দেখতে পাচ্ছো?'

'তাও দেখছি।'

'তাহলে তোমারটা সাদা আর আমারটা মেটে—এই সাদামাটা কথাটা তোমার মনে থাকবে না, দাদা?'

Change-e Gelen Harshabardhan by Shibram Chakrabarty

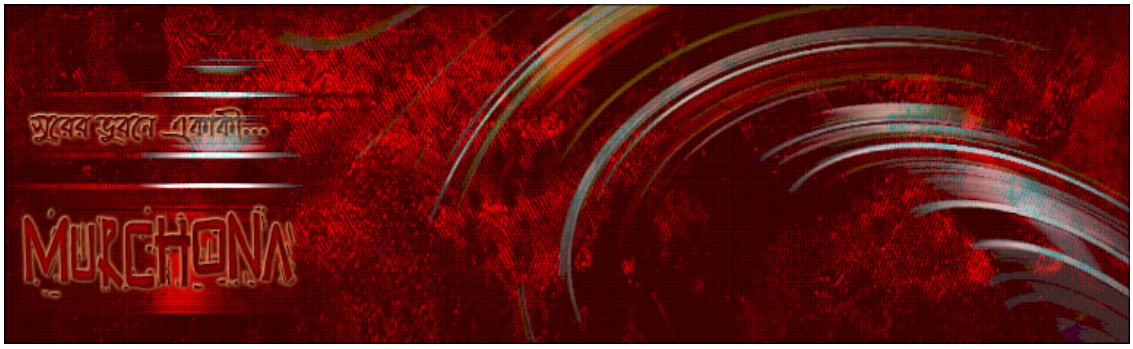

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com